দুর্নীতি দমন কমিশন

মাসিক
দুদক বার্তা

৯ম বর্ষ ⊘ ৪১তম সংখ্যা ⊘ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ⊘ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয়
গ্রেফতার
দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
প্রশিক্ষণ
হট লাইনভিত্তিক অভিযান
বিচার ও দন্ড
উল্লেখযোগ্য চার্জশিট

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

সম্পাদকীয়

অপরাধমুক্ত নির্মল পরিবেশে মানুষের জীবন-যাপন প্রত্যাশিত। প্রাচীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার অন্যতম দায়িত্ব অপরাধমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। অপরাধ এবং অপরাধীর অস্তিত্ব সমাজে সর্বদাই ছিল। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে অপরাধের ধরন এবং মাত্রার তারতম্য হয়েছে। রাষ্ট্র সাধারণত নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রমের সমন্বয়ে তার দায়িত্ব পালন করে। অপরাধ দমন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের একটি। দুর্নীতিও ফৌজদারি অপরাধ। দুর্নীতি দমন নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমেরই অংশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের আইনি দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের। এ আইনে কতিপয় অপরাধমূলক কার্যকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন দুদকের আইনি দায়িত্ব। দুদক সাধারণত এ জাতীয় অপরাধ সংঘটিত হলে নির্মোহভাবে অনুসন্ধান পরিচালনা করে অপরাধ এবং অপরাধী শনাক্ত করে। আদালতে প্রমাণযোগ্য দালিলিক সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসে। অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দুদক। এক্ষেত্রে দুদকের সফলতা প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ দুদকের দায়েরকৃত মামলার সাজার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিগত পাঁচ বছর দুদকের দায়ের করা মামলায় আসামিদের শাস্তি নিশ্চিতকরণে মামলার তদন্তের গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রসিকিউশনের কার্যক্রমে ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এর ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান। দুর্নীতি দমন কমিশনের করা বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ পর্যালোচনা করলে এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। দেখা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় ২০১৫ সালে সাজার হার ছিল ৩৭%, ২০১৬ সালে সাজার হার ৫৪%, ২০১৭ সালে সাজার হার ৬৮%, ২০১৮ সালে সাজার হার ৬৩% এবং ২০১৯ সালে সাজার হার ৬৩%। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৭ সাল থেকে কমিশনের দায়ের করা মামলায় সাজার হার বর্ধিত মাত্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। বিগত ২ বছর সাজার হার একই রয়েছে। এটা কমিশনের ইতিবাচক অর্জন। ২০১৫ সালে যেখানে মামলায় সাজার হার ছিল মাত্র ৩৭ শতাংশ, সেখানে ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ধারাবাহিক মামলার সাজার হার হচ্ছে ৬০ শতাংশের উপরে। ২০২০ সালে কমিশনের মামলায় সাজার হার হয়েছে ৭৭ শতাংশ, যা-কিনা বিগত ছয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

যদিও কমিশন প্রত্যাশা করে মামলায় সাজার হার হবে শতভাগ। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন, তা হলো কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মানিলন্ডারিং মামলার বিচারিক আদালতে বিগত দুই বছরে (২০১৮ ও ২০১৯ সাল) যে সকল রায় হয়েছে তার শতভাগ মামলার সাজা নিশ্চিত হয়েছে। কমিশন নিজস্ব প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকেই মামলার তদন্ত ও প্রসিকিউশনে গুণগত পরিবর্তন আনার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মামলা-মোকদ্দমা, গ্রেফতার, শাস্তিসহ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও জনআকাঙ্ক্ষা অনুসারে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে, এ দাবি কমিশন কখনই করেনি। তবে সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বা টিআই এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৮৬ ভাগ মানুষের আস্থা রয়েছে দুদকের প্রতি। সাধারণ মানুষের আস্থা যেহেতু বেড়েছে, তাহলে বলা যায় দুর্নীতির মাত্রাও নিশ্চয়ই কমেছে। দুর্নীতি দমনেও বাংলাদেশ সাফল্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

নির্বাহী সম্পাদক : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়,
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০

১০৬ নম্বরে ফ্রি কল করুন

9353004-8
info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

গ্রেফতার

ডিসেম্বর/২০২০ মাসে কমিশন ০৫(পাঁচ) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ শামীম হোসেন, অডিট এণ্ড একাউন্টস অফিসার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকাসহ ০২(দুই) জন।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, পিরোজপুর এবং উক্ত অফিসের আওতাধীন ০৭টি উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের নিকট থেকে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে মোট ৪,১৬,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণ।
মোঃ রেজওয়ানুল হক, এক্সিকিউটিভ অফিসার, যমুনা ব্যাংক লি:, বগুড়া শাখা, বগুড়াসহ ০৩ (তিন) জন।	যমুনা ব্যাংকের বিভিন্ন খাতে ১৫,৮৫, ৪৩,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন ডিসেম্বর/২০২০ মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ২৬টি মামলা দায়ের করেছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ আবুল কালাম আজাদ ভুঁইয়া, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঢালুয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	জাল সনদ দিয়ে চাকরি নিয়ে সরকারি ৯,৬৫,৩৬০/- আত্মসাৎ।
দেওয়ান রেজা আলী, সাবেক এফএভিপি এবং হেড অব বিসিডি এবং পিআরডি, পদ্মা ব্যাংক লি:।	পরস্পর যোগসাজশে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ।
মোঃ অয়েজ উদ্দিন, প্রিন্সিপাল অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বোয়ালিয়া শাখা, নওগাঁ (অবসরপ্রাপ্ত) ও অন্য ০১ জন।	ভুয়া কৃষি ঋণ বিতরণ দেখিয়ে ১,৫০,৭০,৮৮১/- টাকা আত্মসাৎ।

প্রশিক্ষণ

ডিসেম্বর/২০২০ মাসে কমিশনের ৫২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।	দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	৫২ জন

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

কমিশন ডিসেম্বর/২০২০ মাসে ৪৫টি অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
৪৫টি	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

ডিসেম্বর মাসে ১৮টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শরীফ চৌধরী, প্রেসিডেন্ট, মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ, কলাবাগান, ঢাকা।	আসামি শরীফ চৌধরীকে ৪০৯ ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪২০ ধারায় ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৫ কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
দেলোয়ার হাসান, ব্যবস্থাপক, গ্রামীণ ব্যাংক, রায়পাশা শাখা, বরিশালসহ ০৩ জন।	আসামি দেলোয়ার হাসানকে ০৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৪,৯৩,১২,৪৩৮/- টাকা জরিমানা প্রদান।
মোঃ আবরার হোসেন খান, প্রাক্তন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার, যমুনা ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা ও অন্য ০১জন।	পলাতক আসামিদের প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৩ কোটি ২০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান। জরিমানার ০৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা যমুনা ব্যাংক লিঃ পাবে এবং ২০ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

দাখিলকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলার চার্জশিট

কমিশন ডিসেম্বর/২০২০ মাসে ২৯টি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার চার্জশিট উল্লেখ করা হলো।

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সৈয়দ মোঃ হোসাইন ইমাম ফারুক (এস এম এইচ আই ফারুক), মালিক, এফ আর টাওয়ার, আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা ও অন্যান্য ১৭ জন।	অসৎ উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়া, পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি বিধান লঙ্ঘন করে ৩২, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকায় ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র ইস্যু, ফি জমা ও নকশা অনুমোদন ব্যতিরেকে ভুয়া নকশা সৃজন, ১১ তলার ডেভিয়েশনসহ নির্মাণ, ১৯ হতে ২৩ তলা পর্যন্ত অবৈধভাবে নির্মাণ, বন্ধক প্রদান ও বিক্রি।
মোস্তাক আহম্মেদ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ফিউচার এক্সেসরিজ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ ও অন্যান্য ০২জন।	শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় পণ্য আমদানি করে রাজস্ব বাবদ ২,৭২,৯৮,৩৫৮/৪৭ টাকা আত্মসাৎ।
এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম, প্রো: মেসার্স জি কে বিল্ডার্স, ঢাকা ও তার স্ত্রী আয়েশা আক্তার।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ২৯৭,০৮,৯৯,৫৫১/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।

আলোচনা ও অভিযান

দুর্নীতি দমন কমিশনে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন
দুদক সচিব ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬-এ
অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬-এ
অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬-এ
অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও
প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে
দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

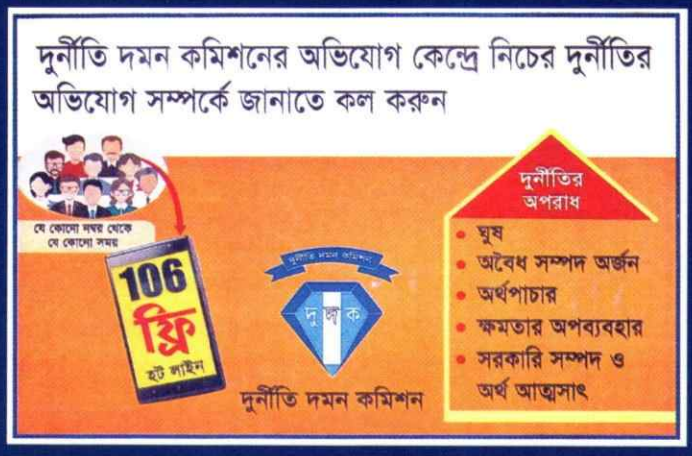

মানুষ ঘুষ দেয়া বন্ধ করলে, ফাইল আটকে রাখারও অবসান ঘটবে **দুর্নীতিকে না বলি**